অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি আদেশ এইরূপ কার্যকর হইবে যেন উক্ত নিয়োগদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ এই আইনের বিধান অনুসারে করা হইয়াছে।

ক্রান্তিকালীন বিধান

৬৩। এই আইনে বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন পর্যন্ত না খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অবস্থিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারাধীন মহাবিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট বা অন্যান্য শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর উহার কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে ততদিন পর্যন্ত উক্ত মহাবিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ার অব্যাহত থাকিবে।

তফসিল
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

সংজ্ঞা

১। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে,-

(ক) æআইন" অর্থ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৫৪ নং আইন)।

(খ) "কর্তৃপক্ষ", "কর্মকর্তা", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক" এবং "রেজিষ্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট।

স্কুল অব ষ্টাডিজ

২। (১) কোন স্কুল অব ষ্টাডিজ উহার ডীন এবং উহার অন্তর্ভুক্ত ডিসিপ্লিনসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক স্কুলের নির্বাহী কমিটি থাকিবে তাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ডীন, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) স্কুলের অনধিক পনর জন অধ্যাপক, যাঁহারা, সম্ভব হইলে, ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে নিযুক্ত হইবেন;

(গ) স্কুলের ডিসিপ্লিনের প্রধানগণ;

(ঘ) স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সাত জন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

(ঙ) স্কুলের বিষয় নয়, অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মতে স্কুলের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ের তিন জন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; এবং

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(চ) স্কুলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন তিন জন ব্যক্তি, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে নিযুক্ত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে তাহাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্কুলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) স্কুলের জন্য পাঠ্যক্রম ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) স্কুলের বিষয়সমূহের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকদের নাম সুপারিশ করা;

(গ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলী একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) স্কুলের ডিসিপ্লিনসমূহের শিক্ষক ও গবেষণা পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পাঠ্যক্রম কমিটিসমূহ

৩। (১) প্রত্যেক পাঠ্যক্রম কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ডিসিপ্লিনের প্রধান, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ডিসিপ্লিনের শিক্ষকগণ;

(গ) অধিভুক্ত বা অংগ-মহাবিদ্যালয় হইতে ডীন কর্তৃক নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুইজন শিক্ষক;

(ঘ) অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডীন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুই জন শিক্ষক।

(২) পাঠ্যক্রম কমিটি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করিবেন এবং স্কুল, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়ে শিক্ষা ডিসিপ্লিন না থাকিলে, স্কুলের ডীন এবং অধিভুক্ত বা অংগ-মহাবিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডীন কর্তৃক নিযুক্ত উক্ত বিষয়ের পাঁচ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) কমিটিতে নিযুক্ত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

বোর্ড অব এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ

৪। (১) বোর্ড অব এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(গ) স্কুলসমূহের ডীন;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত পাঁচ জন অধ্যাপক;

(ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে নিযুক্ত পাঁচ জন ডিসিপ্লিন-প্রধান;

(চ) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ বোর্ড কর্তৃক কো-অপ্টকৃত দুই জন অধ্যাপক।

(২) রেজিষ্ট্রার এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ বোর্ডের সচিব হইবেন।

(৩) এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ বোর্ডের মনোনীত ও কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগ এবং কো-অপশনের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ বোর্ড-

(ক) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যাপারে একাডেমীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ দান করিবে;

(খ) বিভিন্ন একাডেমীয় ও গবেষণা প্রকল্পের অনুমোদন এবং সকল মঞ্জুরী, পুরস্কার ও ফেলোশীপ প্রদানের ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে;

(গ) বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবে এবং এম, ফিল, পি এইচ-ডি ও অন্যান্য গবেষণার ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করিবে এবং দক্ষ শিক্ষক মন্ডলী ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা এবং উচ্চমানের শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবে;

(ঘ) গবেষণা কোর্সে ভর্তির জন্য ছাত্রদের আবেদন পত্র বিবেচনা এবং তাহাদের থিসিসের বিষয় নির্ধারণ করিবে;

(ঙ) গবেষণা তদারকির জন্য শিক্ষকদের নাম সুপারিশ করিবে;

(চ) গবেষণা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকদের নামের প্যানেল সুপারিশ করিবে;

(ছ) গবেষণা প্রতিবেদন এবং বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৫) কার্যকর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আছে এই মর্মে এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ বোর্ড সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কোন ডিসিপ্লিনকে কোন বিষয়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

বাছাই বোর্ড

৫। (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত থাকিবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ একজন বিশেষজ্ঞসহ চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত তিন জন বিশেষজ্ঞ;

(গ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুই জন সদস্য;

(ঘ) অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দুই জন ব্যক্তি।

(২) সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক নিয়োগের জন্য বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর থাকিলে তিনিই উহার চেয়ারম্যান থাকিবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট স্কুলের ডীন;

(গ) ডিসিপ্লিন-প্রধান;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দুই জন বিশেষজ্ঞ।

(৩) বাছাই বোর্ড প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নূতন বোর্ড গঠন পর্যন্ত পূর্ববর্তী বোর্ড বলবৎ থাকিবে।

হল

৬। (১) হলের প্রভোষ্ট ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে তৎকর্তৃক তিন বৎসরের মেয়াদে নিযুক্ত হইবেন।

(২) সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের নামকরণ করিবে।

হোষ্টেল

৭। কোন অনুমোদিত ও লাইসেন্স প্রাপ্ত হোষ্টেলের ওয়ার্ডেন ও তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীবৃন্দ হোষ্টেল রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ করা হইবে।

সম্মানসূচক ডিগ্রী

৮। কোন সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাব সিন্ডিকেট চ্যান্সেলরের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

Copyright@Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট

৯। (১) গ্র্যাজুয়েট হওয়ার কমপক্ষে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্র্যাজুয়েট মাত্র একশত টাকা ফিস প্রদান করিয়া রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের রেজিষ্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-অনুচেছদ (১) অনুযায়ী দরখাস্তকারী ব্যক্তিকে রেজিষ্টারী ফিস প্রদানের তারিখ হইতে রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের রেজিষ্টার হইতে তাহার নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ তালিকাভুক্ত থাকিবেন।

(৩) রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি মাত্র একশত টাকা বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া আমরণ রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট তাঁহার নাম রেজিষ্টারীকরণের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে পনর বৎসরের বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ বা ইস্তফা দান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়াই রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্ত থাকিবার অধিকারী হইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট উপরিউক্তভাবে রেজিষ্টারভুক্ত হওয়ার পর যে কোন সময় বার্ষিক ফিস বাবদ মাত্র এক হাজার টাকা প্রদান করিয়া অনুরূপ ফিস প্রদানের তারিখ হইতে আমরণ বা ইস্তফা দান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়াই রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, বকেয়া ফিস পরিশোধ না করার কারণে যাহার নাম রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তিনি এককালীন এক হাজার টাকা পরিশোধ করিলে আজীবন সদস্যরূপে রেজিষ্টারভুক্ত হইতে পারিবেন।

(৪) কোন রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফিস শিক্ষা বৎসরের যে কোন সময়ে প্রদান করিতে পারিবেন; তবে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কোন শিক্ষা বৎসরের বকেয়া ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বৎসরে রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটের অধিকার প্রয়োগ বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হইবেন না।

(৫) কোন রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট কোন শিক্ষা বৎসরে প্রদেয় বার্ষিক ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরবর্তী শিক্ষা বৎসরে রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনরায় ভর্তি হইতে পারিবেন, যদি তিনি পুনঃ ভর্তির বৎসর পর্যন্ত সকল বকেয়া ফিস পরিশোধ করেন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত ফরমে রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট হিসাবে তালিকাভুক্তি বা পুনঃ ভর্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ফিস বাবদ একশত টাকা প্রদান করা না হইলে পুনঃ ভর্তির কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৭) গ্র্যাজুয়েটদের রেজিষ্টারী সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য।

(৮) ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৯) ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি উহার দ্বারাই স্থিরীকৃত হইবে।

(১০) রেজিষ্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকারী হইবেন।

অধিভুক্তি

১০। (১) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধিভুক্তি প্রার্থী কোন মহাবিদ্যালয়ের আবেদন নির্ধারিত ফরমে যে শিক্ষা বৎসর হইতে অধিভুক্তি কার্যকর করার আবেদন করা হইয়াছে উহার পূর্ববর্তী শিক্ষা বৎসরের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং সিন্ডিকেটকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে,-

(ক) মহাবিদ্যালয়টি একটি গভর্ণিং বডির ব্যবস্থাধীন থাকিবে;

(খ) মহাবিদ্যালয়টির শিক্ষকগণের সংখ্যা, যোগ্যতা এবং কার্যকালের শর্তাবলী এইরূপ যে মহাবিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদান বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য ইহা যথেষ্ট হইবে এবং মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ ও টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে;

(গ) মহাবিদ্যালয়টি যে ভবনে অবস্থিত উহা যথোপযোগী;

(ঘ) মহাবিদ্যালয় এই সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী যে সকল ছাত্র তাহাদের পিতামাতার সংগে বসবাস করে না তাহাদের জন্য মহাবিদ্যালয়ের হোষ্টেলের বা মহাবিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বাসস্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং ছাত্রদের তত্ত্বাবধান ও খেলাধুলা এবং শরীর চর্চাসহ তাহাদের শারীরিক ও সাধারণ কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(ঙ) মহাবিদ্যালয়ের প্রাংগণে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে মেলামেশার সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে;

(চ) মহাবিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময় ও উহার পরেও ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধা সম্বলিত উপযুক্ত গ্রন্থাগারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা করা হইবে;

(ছ) পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের কোন শাখায় অধিভুক্তির আবেদনের ক্ষেত্রে উক্ত শাখায় শিক্ষাদানের জন্য যথাযথভাবে যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি পরীক্ষাগার বা যাদুঘরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা করা হইবে;

(জ) মহাবিদ্যালয় এলাকায় বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষের এবং কতিপয় শিক্ষকের বাসস্থানের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইবে;

(ঝ) মহাবিদ্যালয়ের আর্থিক সংগতি উহার অব্যাহত রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট হইবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের মোট ব্যয়ের অংশ বিশেষ উহার নিজস্ব সম্পদ হইতে বহন করিতে পারিবে;

(ঞ) মহাবিদ্যালয়টি অধিভুক্তির ফলে উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত অন্য কোন অধিভুক্ত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বা শৃংখলার কোন ক্ষতি হইবে না।

(২) আবেদনপত্রে এইরূপ নিশ্চয়তাও থাকিতে হইবে যে, মহাবিদ্যালয়টি অধিভুক্ত হওয়ার পর উহার শিক্ষকগণের বদলী বা তাহাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন সম্পর্কে অবিলম্বে সিন্ডিকেটকে অবহিত করা হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সিন্ডিকেট-

(ক) উক্ত উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি, এবং অন্যান্য যে সকল বিষয় প্রয়োজনীয় ও প্রাসংগিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে সেই সকল বিষয় সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে বা সিন্ডিকেট কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিবে;

(খ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তদন্ত অনুষ্ঠান করিবে;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত আবেদনপত্র সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মঞ্জুর বা অগ্রাহ্য করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) সিন্ডিকেট প্রত্যেক অধিভুক্ত মহাবিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ন্যূনতম সংখ্যা এবং শিক্ষাদানের পরিধি নির্ধারণ করিবে।

(৫) অধিভুক্ত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ লিখিত চুক্তির দ্বারা নিযুক্ত হইবে এবং এই চুক্তিতে তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী এবং প্রদেয় বেতনের উল্লেখ থাকিবে এবং এই চুক্তির একটি অনুলিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট গচ্ছিত থাকিবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

পরিদর্শন ও প্রতিবেদন

১১। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রত্যেক মহাবিদ্যালয় উহার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক তলবকৃত যাবতীয় প্রতিবেদন, রিটার্ণ ও অন্যান্য দলিল বা তথ্য সরবরাহ করিবে।

(২) সিন্ডিকেট তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত এক বা একাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যেক মহাবিদ্যালয় সময় সময় পরিদর্শন করাইবেন।

(৩) এই প্রকার পরিদর্শনকৃত মহাবিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত কোন কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা

১২। (১) একাডেমিক কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে কোন মহাবিদ্যালয়কে সময় সময় যে সকল বিষয়ে ও যে মানের শিক্ষাদানের জন্য ক্ষমতা দান করিবে মহাবিদ্যালয়টি সেই বিষয়ে এবং সেই মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে।

(২) একাডেমিক কাউন্সিলের সহিত আলোচনাক্রমে প্রদেয় সিন্ডিকেটের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, কোন মহাবিদ্যালয় উহার জন্য অনুমোদিত কোন বিষয়ের শিক্ষাদান স্থগিত করিবে না।

(৩) একাডেমিক কাউন্সিলের পরামর্শ বিবেচনার পর এবং সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে সিন্ডিকেট মহাবিদ্যালয়সমূহের মধ্যে এবং মহাবিদ্যালয়সমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপকারার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতায় কোন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের মাধ্যমে বা পেশকৃত আবেদনের ভিত্তিতে এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৫) কোন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপকারার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্বীকৃত শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার জন্য কোন মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, ভাইস-চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপস্থিত থাকিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের মাধ্যমে উক্ত বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আবেদন করা না হইলে, যে মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে সেই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বহিরাগত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উক্ত বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবেন না।

কর্মকর্তাগণের নিয়োগ

১৩। (১) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, মহাবিদ্যালয়ের পরিদর্শক, এবং সমপদমর্যাদা ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(গ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন ডীন;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞসহ দুইজন ব্যক্তি;

(চ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর থাকেন তাহা হইলে তিনিই ইহার চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) কোষাধ্যক্ষ;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন ডীন;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরী করেন না;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ।

রেজিষ্ট্রারের কর্তব্য

১৪। রেজিষ্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিল পত্র ও সাধারণ সীলমোহর এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক তাঁহার তত্ত্বাবধানে অর্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন;

(খ) সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিবেন;

(গ) সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং বোর্ড অব এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজের সচিব হিসাবে কাজ করিবেন;

(ঘ) দফা (গ)-এ উল্লেখিত কর্তৃপক্ষসমূহের সকল সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং ঐ সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(ঙ) বক্তৃতা, হাতে কলমে প্রদর্শন, টিউটোরিয়াল, পরীক্ষাগারের কার্য, গবেষণা, ব্যক্তিগত পড়াশুনাসহ একাডেমীয় শিক্ষকমণ্ডলীর কাজের সময়সূচী ও ব্যক্তিগত পথনির্দেশনার মাধ্যমে ছাত্রদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং তাহাদের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর তদারকীয় ব্যাপারে ডীনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক তাঁহার হেফাজতে ন্যস্ত সকল গোপনীয় প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(ছ) একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্তব্য

১৫। অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত কিংবা সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

পাঠ্যক্রম

১৬। (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার অধিভুক্ত মহাবিদ্যালয়ের জন্য দুই বৎসর মেয়াদী ডিগ্রী পাস কোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিন বৎসর মেয়াদী সম্মান ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় এক বৎসর মেয়াদী ও দুই বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করিবে।

(৩) পাস ডিগ্রী কোর্স চারটি টার্মে বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক টার্মের সমাপ্তিতে সাধারণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্স একটি পূর্ণাংগ কোর্স হইবে, উহাতে সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসাবে কোন বিষয় থাকিবে না এবং উক্ত কোর্সের প্রাসংগিক বিষয়সমূহ উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(৫) অনার্স কোর্সের জন্য সেমিষ্টার পদ্ধতি থাকিবে এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচী কয়েকটি কোর্সে বিভক্ত থাকিবে।

(৬) পাঠ্যক্রমের কিছু অংশ সমাপ্ত করার পর কোন ছাত্রের পড়াশুনা বন্ধ হইলে একাডেমিক কাউন্সিল যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, উক্ত ছাত্রকে অসমাপ্ত পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য পুনরায় ভর্তি হওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে, এবং ইতিপূর্বে সমাপ্ত পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য ছাত্রটি কোন নম্বর পাইয়া থাকিলে ঐ পাঠ্যক্রমের সুবিধাও প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কেবল মাত্র বাছাইকৃত এবং যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন পাস-গ্রাজুয়েটদিগকে দুই বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে।

(৮) কোন সম্মান ডিগ্রীধারী ব্যক্তি সাধারণতঃ এক বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাঠ্যক্রমের জন্য যোগ্য হইবেন।

(৯) কোন ছাত্র সম্মান ডিগ্রী লাভে ব্যর্থ হইয়া পাস ডিগ্রী লাভ করিলে তাহাকে দুই বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাঠ্যক্রমে ভর্তি করা যাইতে পারে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.